২।

তারিখ ... 23 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ .....

দৈনিক বাংলা

গ্রন্থাগারনীতি প্রণয়নে কমিটি ঘোষণা

মুক্তিযুদ্ধ, জয়বাংলা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনা আমাদের সবার ঃ ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, গ্রন্থাগারগুলোর জন্য আলাদা একটা নীতি হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারনীতি প্রণয়নের জন্য প্রফেসর মুনতাসীর মামুনকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, এ কমিটিই জাতীয় গ্রন্থনীতি পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করে তুলবেন। মাসখানেকের মধ্যে কমিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবেন।

সোমবার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে স্কুল পর্যায়ে বইমেলা ও বইপড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ভাষণে প্রতিমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে এ কমিটি ঘোষণা করেন।

গণগ্রন্থাগার অধিদফতর, বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) এবং সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ড এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি কর্মসূচীতে রাজধানী ঢাকার ১৮টি নির্বাচিত স্কুলে বইপড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুনতাসীর মামুন

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

মুক্তিযুদ্ধ, জয়বাংলা,

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব সৈয়দ ইউসুফ হোসেন। বক্তৃতা করেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি সৈয়দ ফজলুল হক বিএসসি, অগ্রণী স্কুল ও কলেজের প্রিন্সিপাল রোকেয়া মান্নান।

এতে সভাপতিত্ব করেন গণগ্রন্থাগার অধিদফতরের পরিচালক ও প্রধান গ্রন্থাগারিক আ ফ ম বদিউর রহমান। স্বাগত বক্তৃতা দেন পাঠাভ্যাস কর্মসূচী পরিচালনা পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক ও সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ডের অন্যতম পরিচালক মিলন নাথ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গিল্ডের আরেকজন পরিচালক ফরিদ আহমেদ।

প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, এক বছর খুব বেশী সময় নয়। তবে আমরা সংস্কৃতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এখন শৃঙ্খলমুক্ত। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের মত কুখ্যাত কালো আইন আমরা বাতিল করতে চাই।

তিনি বলেন, মত ও আদর্শের ভিন্নতা আছে, থাকবে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জয়বাংলা শ্লোগান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চেতনা আমাদের সবার। বিরোধীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশকে পিছিয়ে দেবেন না। তাহলে দেশ পিছিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে খেলাপী ঋণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ জ্ঞান চর্চার বিকাশে পুস্তক প্রকাশকরা কেন ব্যাঙ্ক ঋণ পাবেন না, সেটা সত্যিই একটা প্রশ্ন। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পেলে সংশোধিত বাজেটে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, এ বছরও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে কম বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে - যা গত কুড়ি বছরে হয়নি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। আমরা চাই আরও অনেক উদ্যোগ নেয়া হোক।

তিনি প্রশ্ন করেন, বইয়ের ক্ষেত্রে কেন ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়া যাবে না? প্রকাশকরা ভর্তুকি চান না কিন্তু তাদেরকে পৃষ্টপোষকতা দিতে হবে। প্রধানত ভারতীয় বাংলা বইয়ের সঙ্গে এদেশের প্রকাশনা শিল্পকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। টেন্ডার প্রথায় সরকারের বই কেনা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করে তিনি এ প্রথা রহিত করার দাবী জানান।

ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব সৈয়দ ইউসুফ হোসেন বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশু-কিশোরদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ তারাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করার কাজটি সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মিলন নাথ তাদের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করে বলেন, পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। প্রত্যেক বিভাগে দুটি করে বই নির্বাচন করে দেয়া হয়েছে। সেরা তিনজন পুরস্কার পাবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে উন্মুক্ত আলোচনা হবে। সেখানেও তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে বইমেলায় সৃজনশীল পাবলিশার্স গিল্ডের ৬টি প্রকাশনা সংস্থার এক হাজার টাইটেলের তিন হাজার বই রয়েছে। সংস্থা ছয়টি হচ্ছে সময় প্রকাশন, দিব্য প্রকাশ, অনুপম প্রকাশনী, পার্ল পাবলিকেশনস, কাকলী প্রকাশনী ও শিখা প্রকাশনী। বইমেলা চলবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শুক্র ও শনিবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।